সংশয়কারীদের সংশয়নিরসন

আল্লাহ্ কোথায়?

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

সংশয়কারীদের সংশয় নিরসন

- লেখক -

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল

মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

- প্রকাশনায় -

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন
টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আব্দুল্লাহ্ আরিফ

- প্রকাশকাল -

জামাদিউল আউয়াল, ১৪৩৪হিঃ
এপ্রিল, ২০১৩ইং

মূল্য ঃ **২০** টাকা মাত্র

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য আমরা তাঁরই ইবাদাত করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁর নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

অতপর, কথা এই যে, অনেকদিন যাবৎ মুসলিমদের মাঝে একটি বিষয়ে নিয়ে মতবিরোধ চলছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্’র অবস্থান নিয়ে। কেউ বলছেন আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান আবার কেউ বলছেন আল্লাহ্ সাত আকাশের উপরে আরশের উপর অবস্থান করছেন। এখন এই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি বুঝার জন্য আমি নিম্নোক্ত আয়াতটির আদেশ অনুসরণ করছি। আয়াতটি হচ্ছে,

...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ...

“...যদি তোমাদের মাঝে কোন একটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও...” -সূরা নিসা-৪/৫৯

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ﷺ দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। তাই আমি বইটিতে এই বিষয়টি বুঝার জন্য শুধুমাত্র কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদিসের উল্লেখ করেছি। তদুপরি মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়। যদি কারো কাছে বইয়ের ব্যাখ্যাগুলো ভুল মনে হয় তাহলে আমাকে অনুগ্রহ করে কুরআন এবং হাদিসের দলিল দিয়ে শোধরিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। - আমীন -

আল্লাহ্ উপরে অবস্থান করছেন

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ...

“বরং আল্লাহ্ তাঁকে (ঈসা عليه السلام) নিজের কাছে **তুলে নিয়েছেন**।” -সূরা নিসা, ৪/১৫৮

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহ্ ঈসা عليه السلام কে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। এই “তুলে নিয়েছেন” শব্দ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ উপরে অবস্থান করছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ...

“তাঁর কাছে পবিত্র বাক্য এবং সৎকাজ **উঠানো হয়**।” -সূরা ফাতির, ৩৫/১০

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, পবিত্র বাক্য এবং সৎকাজ তাঁর নিকট উঠানো হয়। এই “উঠানো হয়” শব্দ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ উপরে অবস্থান করছেন।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

“মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতাগণ) এবং রুহ (জিবরীল) আল্লাহ্ কাছে **উর্ধ্বগামী হয়** এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।” -সূরা মা’আরিজ, ৭০/৪

এই আয়াতটি বলছে যে, মালাইকাহ্গণ (ফেরেশতাগণ) এবং রুহ (জিবরীল) আল্লাহ্’র দিকে উর্ধ্বগামী হয়। এই “উর্ধ্বগামী হয়” শব্দ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ উপরে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ...

“তারা **উপরে** (অবস্থিত) তাদের রব'কে ভয় করে...” -সূরা নাহল, ১৬/৫০

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন তারা তাদের উপরে অবস্থিত রব'কে ভয় করে। এই “উপরে” অবস্থিত কথাটি দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্ উপরে রয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ...

“তোমাদের **রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে** তোমরা তার অনুসরণ কর...” -সূরা আ'রাফ, ৭/৩

এই আয়াতে আরবী শব্দ “أُنْزِلَ উনযিলা” যার অর্থ “নামানো হয়েছে” অর্থাৎ আল্লাহ্’র পক্ষ থেকে যা নামানো হয়েছে তার অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আর নামানো হয় উপর থেকেই। এ থেকেই বুঝা যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা উপরে অবস্থান করছেন।

এই সংক্রান্ত আয়াত কুরআন মাজীদে আরও রয়েছে। -সূরা মায়েদাহ্, ৫/২৪,২৭,২৮, সূরা আন’আম, ৬/১১৪, সূরা রা’দ, ১৩/১, সূরা ত্বহা, ২০/৪, সূরা শুয়ারা, ২৬/১৯২, সূরা সাজদাহ্, ৩২/২, সূরা সাবা, ৩৪/৬, সূরা যুমার, ৩৯/৫৫, সূরা ফুস্সিলাত, ৪১/২, সূরা জাসিয়া, ৪৫/২।

আল্লাহ্ আকাশে অবস্থান করছেন

পূর্বের অধ্যায় আমরা জানতে পেরেছি আল্লাহ্ তায়ালা উপরে অবস্থান করছেন। এখন আমাদের জানা দরকার আল্লাহ্ উপরে কোথায় অবস্থান করছেন? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ.

"তোমরা কি তোমাদের নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে নিয়েছো যে, **যিনি আকাশের উপরে আছেন** তিনি তোমাদেরকে যমীনে বিধ্বস্ত করে দিবেন না, যখন তা (পৃথিবী) হঠাৎ থর-থর করে কাঁপতে থাকবে কিংবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো যে, **যিনি আকাশের উপরে আছেন** তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-হাওয়া পাঠাবেন না ? যাতে তোমরা জানতে পারো যে, কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।" -সূরা মূলক, ৬৭/১৬-১৭

এই আয়াতটি বলছে যে, যিনি আকাশের উপরে আছেন তাঁকে যেন আমরা ভয় করি। আর যাঁকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে তিনিতো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন। এ থেকেই বুঝা যায় আল্লাহ্ আকাশে অবস্থান করছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ...যারা জমিনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর। তাহলে **যিনি আকাশের উপরে আছেন** তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন...।" **-তিরমিযী,** সহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ২৫, সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা, হাদিস # আরবী রিয়াদ ১৯২৪।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যিনি আকাশের উপর আছেন তিনি আমাদের উপর দয়া করবেন। আর এখানে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকেই বুঝিয়েছেন। অতএব এই হাদিসটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করল যে, আল্লাহ্ আকাশে রয়েছেন।

জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত,

...وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي مِمَّا أَنْتُمْ قَائِلُونَ' قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ' اَللّٰهُمَّ اشْهَدِ اللّٰهُمَّ اشْهَدِ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (আখিরতের দিন) তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললেন আমরা স্বাক্ষ্য দিব আপনি আপনার দায়িত্ব

যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন, আপনার আমানতের হাক্ব আদায় করেছেন এবং ভাল কাজের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর, **তিনি ﷺ আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে** এবং মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে আল্লাহ্ তুমি স্বাক্ষী থাক-হে আল্লাহ্ তুমি স্বাক্ষী থাক-হে আল্লাহ্ তুমি স্বাক্ষী থাক...।" **-আবু দাউদ,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, কিতাবুল হাজ্ব, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮, নাবী ﷺ এর বিদায় হাজ্বের বিবরণ, হাদিস # আরবী রিয়াদ ১৯০৫,।

এই হাদিসটি ভালভাবে লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলেছেন হে আল্লাহ্ তুমি স্বাক্ষী থাক। আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে স্বাক্ষ্য দেয়ার কারণে বুঝা যায় আল্লাহ্ আকাশের উপরে রয়েছেন।

মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস্‌সুলামী رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذَالِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: 'ائْتِنِي بِهَا'. قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ: 'أَيْنَ اللهُ' قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: 'مَنْ أَنَا'. قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: 'أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ'.

"তিনি বললেন, একদা আমি (রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে) বললাম, হে আল্লাহ্'র রসূল ﷺ আমার একজন দাসী আছে আমি তাকে জোরে চড় মেরেছি। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এটা কষ্টদায়ক মনে হল। আমি (বললাম) তাকে মুক্ত দেই। তিনি ﷺ বললেন আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বললেন, আমি তাঁকে নিয়ে এলে তিনি ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, **আল্লাহ্ কোথায়? মেয়েটি বললেন আকাশের উপর** এবং তাঁকে বলা হল আমি কে? মেয়েটি বললেন আপনি আল্লাহ্'র রসূল ﷺ। তিনি ﷺ আমাকে বললেন তাঁকে মুক্ত করে দাও কারণ সে মু'মিনা।" **-আবু দাউদ,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৬, শপথ ও মানত, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, কাফ্‌ফারা হিসেবে মু'মিন দাসী মুক্ত করা, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৩২৭৬।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। রসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'মিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ্ কোথায়? তখন মেয়েটি বললেন আকাশের উপর। তাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ আকাশের উপরে রয়েছেন।

"আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى الثُّلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ...

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম (প্রথম) আকাশে অবতরণ করেন..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ১৯, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪, রাতের শেষভাগের ও সলাতে দু'আ করা, হাদিস # আরবী মিশর, ১১৪৫, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৬, মুসাফিরের সলাত ও তার ক্বসর, অনুচ্ছেদ ঃ ২৪, শেষ রাতে যিক্‌র ও প্রার্থনা করা এবং দু'আ ক্ববুল হওয়া, হাদিস # ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫, **তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ২, রসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত সলাতের সময়, অনুচ্ছেদ ঃ ২১৭, প্রতি রাতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতায়ালা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৪৪৬, **ইবনে মাজাহ,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ৫, সলাত ক্বায়েম করা ও তার নিয়ম-কানুন, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮২, রাতের কোন সময় অধিক উত্তম, হাদিস # আরবী মিশর ১৩৬৬।

এই হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্ প্রতি রাতে প্রথম আকাশে নেমে আসেন। এই কথা থেকেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়াতায়ালা আকাশের উপরে অবস্থান করছেন।

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আবু যার رضي الله عنه রসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ যখন মেরাজে যান তখন সপ্তম আকাশের উপরে আল্লাহ্'র সাথে কথোপোকথন হয় এবং ঐদিনই পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাত বিধান হিসেবে প্রদান করা হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন- **বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ১, মে'রাজে কিভাবে সলাত ফরজ হলো, হাদিস # আরবী মিশর ৩৪৯, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মি'রাজ এবং সলাত ফরজ হওয়া, হাদিস # ২৫৯।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ মূলত আকাশের উপরেই থাকেন। যদি আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান হতেন, তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে পৃথিবীতেই দেখা করতেন আকাশে নিয়ে যেতেন না।

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه কে বলতে শুনেছি,

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ تَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِيْ مِنَ السَّمَاءِ.

"যাইনাব বিনতে জাহ্হাশ رضي الله عنها রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অনান্য স্ত্রীদের গর্ব করে বলতেন আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে **আকাশ থেকে বিবাহ দিয়েছেন।" -বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯৭, কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, মহান আল্লাহ্'র বাণী, বল স্বাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কি ? বল আল্লাহ, হাদিস # আরবী মিশর ৭৪২০, ৭৪২১, **নাসাঈ,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ২৬, কিতাবুন নিকাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ২৬, বিবাহ প্রস্তাবে মহিলার সলাত আদায় এবং এই ব্যাপারে তার রবের কাছে ইস্তিখারা করা, হাদিস # আরবী মিশর ৩২৫২, **তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪৪, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪, সূরা আহযাব, হাদিস # আরবী রিয়াদ ৩২১৩।

এই হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং যাইনাব رضي الله عنها এর বিবাহ আকাশ থেকে দিয়েছেন। এই কথা থেকে বুঝা যায়, মহান আল্লাহ্ আকাশের উপরে অবস্থান করছেন।

আল্লাহ্ আরশের উপর অবস্থান করছেন

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি আল্লাহ্ আকাশের উপরে থাকেন। এখন আমাদের জানা দরকার আল্লাহ্ আকাশের উপরে কোথায় অবস্থান করছেন? কারণ আকাশতো সাতটি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...

"অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি ছয়টি মেয়দাকালে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতপর, **আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৫৪,** এসংক্রান্ত আরও আয়াত রয়েছে- সূরা ইউনূস, ১০/৩, সূরা রা'দ, ১৩/2, সূরা ত্বাহা, ২০/৫, সূরা ফুরক্বান, ২৫/৫৯, সূরা সাজদাহ্, ৩২/৪, সূরা হাদীদ, ৫৭/৪

এই সকল আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তায়ালা আরশের উপর অবস্থান করছেন।

আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا قَضَ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهٗ فَوْقَ عَرْشِهٖ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ.

"অবশ্যই আল্লাহ্ যখন সকল মাখলুক্ব সৃষ্টি করলেন তখন **তাঁর আরশের উপর তাঁর কাছে** লিখে রাখলেন আমার রহ্মাত আমার গযব থেকে এগিয়ে আছে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৯৭, কিতাবুত তাওহীদ, অনুচ্ছেদ ঃ ২১, মহান আল্লাহ্'র বাণী, বল স্বাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কি ? বল আল্লাহ, হাদিস # আরবী মিশর ৭৪২২।

এই হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্ আরশের উপর তাঁর কাছে লিখে রেখেছেন তাঁর রহমাত তাঁর গযব থেকে এগিয়ে আছে। এই আরশের উপর তাঁর কাছে লিখে রাখলেন কথা থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ আরশের উপর অবস্থান করছেন।

সংশয়মূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন (১) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"রহমান আরশের উপর "ইসতাওয়া" হয়েছেন।" -সূরা ত্বাহা, ২০/৫

এই আয়াতে আল্লাহ্ " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটি দ্বারা অবস্থান বুঝাননি বরং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন বুঝিয়েছেন। কারণ, " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির একটি অর্থ হচ্ছে "ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া"। অতএব, আয়াতটি বলছে যে, "রহমান আরশের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ এটা বুঝাননি যে, তিনি আরশে অবস্থান করছেন।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে বিভ্রান্তিকর। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...

"অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি ছয়টি মেয়দাকালে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতপর, আরশের উপর "ইসতাওয়া" করছেন।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৫৪

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পরে আরশের উপরে "ইসতাওয়া" হয়েছেন। অর্থাৎ বুঝা গেল আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ আরশের উপর ইসতাওয়া হননি। এখন যদি এই আয়াতে "ইসতাওয়া" শব্দটির অর্থ "ক্ষমতা" করা হয়, তাহলে বলুনতো আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ আরশের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন না ? নিশ্চয়ই এতবড় কুফরী বিশ্বাস আপনাদের নেই।

অতএব, বুঝা গেল যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটি দিয়ে "ক্ষমতা" বুঝাননি বরং অবস্থানকেই বুঝিয়েছেন।

প্রশ্ন (২) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

أَنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...

"অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি ছয়টি মেয়দাকালে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতপর, আরশের উপর "ইসতাওয়া" করছেন।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৫৪

এই আয়াতে আল্লাহ্ " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটি অবস্থান অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং মনোনিবেশ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى أَلَى السَّمَاءِ...

"পৃথিবীর সবকিছুই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি আকাশের দিকে "ইসতাওয়া (মনোনিবেশ)" করেছেন। এবং তা সাতটি আকাশে সাজান। তিনি সকল বিষয়ে জানেন।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/২৯

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে আপত্তিকর। যারা আরবী ব্যাকরণে অজ্ঞ তারাই মূলত এভাবে অপব্যাখ্যা করে থাকে। " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির পরে যখন " اِلٰى ইলা" শব্দটি আসে তখন " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির অর্থ হয় "মনোনিবেশ করা"। যেমনভাবে সূরা বাক্বারাহ্'র ২৯নং আয়াতে " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটি রয়েছে। আর যখন " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির পরে " عَلٰى আলা" শব্দটি আসে তখন " اِلٰى ইসতাওয়া" শব্দটির অর্থ হয় "অবস্থান করা"। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ...

"অতপর বলা হল হে যমীন তোমার পানি গিলে ফেলো আর হে আকাশ থামো। অতপর পানি যমীনে বসে গেলো, কাজ শেষ হল এবং নৌকা জুদী পর্বতের উপরে "ইসতাওয়া (অবস্থান)" করলো।" -সূরা হূদ, ১১/৪৪

এই আয়াতে " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির পরে " عَلٰى আলা" শব্দটি ব্যবহার হওয়ায় অর্থটি হয়েছে নৌকা জুদি পর্বতের উপর অবস্থান করলো। এই আয়াতে কোনোভাবেই " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দটির অর্থ "মনোনিবেশ" করা সম্ভব নয়। তাই বুঝে নিতে হবে যে, সূরা আ'রাফের ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ্ আরশের উপর " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" করেছেন কথাটি উল্লেখ রয়েছে, ঐ আয়াতটিতে " اِسْتَوٰى ইসতাওয়া" শব্দের পরে " عَلٰى আলা" শব্দটি এসেছে। যে কারণে, আয়াতটির অর্থ হয়েছে "আল্লাহ্ আরশের উপর অবস্থান করছেন"। আয়াতটি আবারো লক্ষ্য করুন,

اَنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...

"অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি ছয়টি মেয়দাকালে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতপর, আরশের উপর "ইসতাওয়া (অবস্থান)" করছেন।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৫৪

প্রশ্ন (৩) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ...

"তিনি বলেন তোমরা ভয় করোনা, আমি তোমাদের দু'জনের সাথেই আছি।" -সূরা ত্বাহা, ২০/৪৬

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, আল্লাহ্ আমাদের সাথেই রয়েছেন। এতে বুঝা যায় আল্লাহ্ সকল জায়গায় রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, প্রশ্নকারী পুরো আয়াতটি উল্লেখ করেননি। পুরো আয়াতটি লক্ষ্য করুন-

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى.

"তিনি বলেন তোমরা ভয় করোনা, আমি তোমাদের দু'জনের সাথেই আছি, আমি দেখি এবং শুনি।" -সূরা ত্বাহা, ২০/৪৬

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথেই আছেন। তবে আল্লাহ্ আমাদের সাথে কিভাবে রয়েছেন তা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে আল্লাহ্ দেখেন এবং শুনেন। এই কথা থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ আমাদের সাথে শুনা এবং দেখার মাধ্যমে রয়েছেন। যদি বলা হয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে স্ব-শরীরে রয়েছেন, তাহলে ভাই বলুনতো মানুষ যখন টয়লেটে, সিনেমা হলে, জুয়ার আসরে, মদের আড্ডায়, বেশ্যালয়ে ইত্যাদি জায়গায় যায় তখনও কি আল্লাহ্ মানুষের সাথে থাকেন ? নিশ্চয়ই এতবড় কুফুরী বিশ্বাস আপনাদের নেই। মূলত আল্লাহ্ ঐ খারাপ জায়গায় মানুষের সাথে থাকে দেখা এবং শুনার মাধ্যমে, স্ব-শরীরে নয়। স্ব-শরীরে মহান আল্লাহ্ আরশের উপর অবস্থান করছেন। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

...ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...

"অতপর আল্লাহ্ আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৫৪

প্রশ্ন (৪) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর প্রবৃত্তি তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আমি তার গলার শিরা থেকেও নিকটবর্তী।" -সূরা ক্বফ, ৫০/১৬

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহ্ মানুষের গলার যে রগ রয়েছে তারও নিকটবর্তী। অর্থাৎ আল্লাহ্ বুঝাচ্ছেন, আল্লাহ্ মানুষের ভিতরে থাকেন।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, আব্দুল্লাহ্ رضي الله হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ.

"নাবী ﷺ বলেছেন জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতা থেকেও বেশী নিকটে আর জাহান্নামও সেই রকম।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৮১, সদয় হওয়া, অনুচ্ছেদ ঃ ২৯, জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতা থেকেও সন্নিকটে আর জাহান্নামও সেইরকম, হাদিস # আরবী মিশর ৬৪৮৮।

এই হাদিসটি বলছে যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম আমাদের জুতার ফিতা থেকেও নিকটে। তাহলে কি জান্নাত এবং জাহান্নাম আমাদের ভিতরে অবস্থান করছে? নিশ্চয়ই না। মূলতঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে বুঝাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি জান্নাত বা জাহান্নামের কাজ করবে সে তাই অর্জন করবে। এ কথাটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতার ফিতার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম খুব দূরে নয়। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতটিতে যে বলেছেন "তিনি মানুষের গলার রগের থেকেও নিকটে" এই কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ মানুষের সুক্ষাতিসুক্ষ প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জানেন। কারণ, আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে যে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ...

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর প্রবৃত্তি তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি।" -সূরা ক্বফ, ৫০/১৬

আয়াতের প্রথমাংশ থেকেই বুঝা যায় আল্লাহ্ মানুষের গলার নিকটে রয়েছেন সবকিছু জানার মাধ্যমে।

তাহলে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ মানুষের ভিতরে স্ব-শরীরে থাকেন না। মূলতঃ আল্লাহ্'র অবস্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

"রহমান (আল্লাহ্) আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

প্রশ্ন (৫) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ...

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্'র-ই সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ কর সেদিকেই আল্লাহ্'র ওয়াজহু (স্বত্ত্বা)...।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১১৫

এই আয়াতে "وَجْهُ ওয়াজহু" শব্দটি "স্বত্ত্বা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"...কিন্তু তোমার রব-এর ওয়াজহু (স্বত্ত্বা) চিরস্থায়ী যিনি মহিয়ান-গরিয়ান।" -সূরা আর-রহমান, ৫৫/২৭

অতএব, সবদিকেই আল্লাহ্'র "স্বত্ত্বা" থাকাতে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি চরম বিভ্রান্তিকর। যদি সবদিকেই আল্লাহ্'র স্বত্ত্বা থাকে তাহলেতো সকল কিছুই আল্লাহ্। গাছ-পালা, গরু-ছাগল, শিয়াল-কুকুর, সাপ-ব্যাঙ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সকল কিছুর ভিতরে আল্লাহ্'র স্বত্ত্বা অবস্থান করছে? (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে এখন কি হিন্দুদের মতো সকল কিছুর পুজা আরম্ভ করে দিব? যেহেতু আল্লাহ্'র স্বত্ত্বা সবকিছুর মধ্যে বিরাজমান! নিশ্চয়ই এই ধরণের কুফুরী বিশ্বাস আপনাদের নেই। "وَجْهُ ওয়াজহু" শব্দটি দিয়ে সবসময় স্বত্ত্বা অর্থ হয় না। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"যেব্যক্তি আল্লাহ্'র ওয়াজহু (সন্তুষ্টি)'র জন্য ইসলাম গ্রহণ করে আর সৎকর্মশীল হয় তার জন্য তার রব-এর নিকট প্রতিফল রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ নেই।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১১২

এই আয়াতে "وَجْهُ ওয়াজহু" শব্দটি "সন্তুষ্টি" অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ঠিক তেমনি সূরা বাক্বারাহ্'র ১১৫নং আয়াতটিতে ওয়াজহু শব্দটি সন্তুষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে-

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ...

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্'রই সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ করো না কেন সেদিকেই আল্লাহ্'র ওয়াজহু (সন্তুষ্টি) রয়েছে..." -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১১৫

আর এই আয়াতটির শানে-নুযুল হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.

"রসূলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم মক্কা থেকে মাদিনায় আসার পথে যেদিকেই তার মুখ হোক না কেন সওয়ারীতে বসে স্বলাত আদায় করতেন। এই ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয় "তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহ্'র ওয়াজহু" (সূরা বাক্বারাহ্, ২/১১৫)" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৬ মুসাফিরদের স্বলাত ও তার ক্বসর, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, সফরে সওয়ারী জন্তুর উপর নাফল স্বলাত আদায় বৈধ। জন্তুটি যে মূখীই হোক না কেন, হাদিস # ১৫১২।

এই হাদিসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যানবাহনে স্বলাতরত অবস্থায় ক্বিবলা বা দিক নিয়ে পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। কারণ ঐ অবস্থায় যানবাহন যেদিকেই ফিরুক না কেন ঐদিকেই আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি থাকবে। অর্থাৎ বুঝা গেল যে, আয়াতটিতে ওয়াজহু শব্দটি সন্তুষ্টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে স্বত্ত্বা অর্থে নয়।

অতএব, এই আয়াতটি দিয়ে কোন মতেই আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বরং আল্লাহ্ তাঁর অবস্থান সম্পর্কে বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

"রহমান (আল্লাহ্) আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

প্রশ্ন (৬) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.

"অবশ্যই আমি স্বজ্ঞানে বর্ণনা করে দেব। আর আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।" -সূরা আ'রাফ, ৭/৭

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন,

...أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

"...আল্লাহ্ অবশ্যই জ্ঞান দ্বারা সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।" -সূরা ত্বলাক্ব, ৬৫/১২

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্'র জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। অতএব বুঝা গেল আল্লাহ্ সকল জায়গায় উপস্থিত থাকেন তার জ্ঞান দ্বারা স্বশরীরে নয়। স্বশরীরে মহান আল্লাহ্ আরশের উপর রয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.

"রহমান আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

অতএব প্রশ্নকারীর উল্লেখিত আয়াতটি দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান। বরং ঐ আয়াতে উপস্থিত বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্ সকল জায়গায় উপস্থিত থাকেন তাঁর জ্ঞান দ্বারা।

প্রশ্ন (৭) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন, ...وَاعۡلَمُوۡٓا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوۡلُ بَيۡنَ الۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهٖ

"আল্লাহ্ মানুষ ও তাঁর অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান।" -সূরা আনফাল, ৮/২৪

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের মাঝে অবস্থান করেন।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَنۡ تُؤۡمِنَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ...

"আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারবে না..." -সূরা ইউনূস, ১০/১০০

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারবে না। অর্থাৎ কোন মানুষ যদি তার অন্তরকে ঈমান আনাতে চায় তাহলে তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া কোন মন ঈমান আনতে পারে না। এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছেন। এই কথাটা বুঝিয়েছেন এভাবে,

...وَاعۡلَمُوۡٓا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوۡلُ بَيۡنَ الۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهٖ...

"...আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান..." -সূরা আনফাল, ৮/২৪

যদি মানুষের ভিতরে আল্লাহ্ থেকে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ ঈসা عليه السلام কে কেন বলেছেন!

...بَلۡ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيۡهِ...

"বরং আল্লাহ্ তাঁকে (ঈসা عليه السلام) নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।" -সূরা নিসা, ৪/১৫৮

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ যদি ঈসা عليه السلام এর ভিতরে থাকতেন তাহলে আল্লাহ্ ঈসা عليه السلام কে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন একথার কোন যৌক্তিকতাই থাকতো না।

অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ মানুষের ভিতরে থাকেন না। বরং আল্লাহ্ আরশের উপরে রয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى.

"রহমান আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

প্রশ্ন (৮) ঃ

আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

...وَمَا يَزَالُ عَبۡدِىۡ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَاِذَا اَحۡبَبۡتُهُ كُنۡتُ سَمۡعَهُ الَّذِىۡ يَسۡمَعُ بِهٖ وَبَصَرُهُ الَّذِىۡ يُبۡصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىۡ يُبۡطِشُ بِهَا وَرِجۡلَهُ الَّتِىۡ يَمۡشِىۡ بِهَا...

"রসূলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, ...তারা সর্বদা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেই যে, আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলে....।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৮১, সদয়

হওয়া, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, বিনীত হওয়া, হাদিস # আরবি মিশর ৬৫০২।

এই হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার কান, চোখ, হাত, পা হয়ে যান। এ থেকেই বুঝা যায় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার ভিতরে অবস্থান করছেন।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি একেবারেই মনগড়া, কারণ প্রশ্নকারী হাদিসটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করেননি। হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে যে,

وَاِنۡ سَأَلَنِىۡ لَأُعۡطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسۡتَعَاذَنِىۡ لَأُعِيۡذَنَّهُ...

".... সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায় তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই....।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৮১, সদয় হওয়া, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮, বিনীত হওয়া, হাদিস # আরবি মিশর ৬৫০২।

হাদিসের এই অংশ বলছে যে, যদি আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দা আল্লাহ্'র কাছে আশ্রয় চায় আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দেন। এখন আপনি বুঝেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার ভিতরে চলে আসেন, তাহলে বলুনতো ঐ প্রিয় বান্দা কিভাবে আল্লাহ্'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন? কারণ, তিনিইতো আল্লাহ্ হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)। নিশ্চয়ই এতবড় কুফুরী বিশ্বাস আপনাদের নেই। মূলতঃ হাদিসটিতে রসূলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বুঝিয়েছেন, আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দা আল্লাহ্'র নির্দেশের বাহিরে কোনো কিছু শুনতে চায় না, দেখতে চায় না, ধরতে চায় না, চলতে চায় না। সে জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তার কান, চোখ, হাত, পা হয়ে যাই। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৯) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَلَمَّا أَتٰهَا نُوۡدِىَ مِنۡ شَاطِئِ الۡوَادِ الۡأَيۡمَنِ فِى الۡبُقۡعَةِ الۡمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنۡ يّٰمُوۡسٰى أِنِّىۡ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ.

"মুসা যখন আগুনের কাছে পৌঁছলো তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত ডানদিকের গাছ থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো হে মুসা আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের রব।" -সূরা ক্বাসাস, ২৮/৩০

এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মুসা عليه السلام কে তার ডানদিকের গাছ থেকে বলেছিলেন, আমিই আল্লাহ। এই কথা থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তায়ালা তখন গাছের ভিতরে ছিলেন। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আকাশের উপর এবং পৃথিবীতে উভয় জায়গায় থাকেন অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর! এই আয়াতে এই কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ গাছের ভিতরে ছিলেন। বরং বলা হয়েছে যে, তিনি গাছ থেকে ডাক দিয়েছেন। এই বিষয়টি বুঝতে নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ مُوۡسٰى لِمِيۡقٰتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ لا قَالَ رَبِّ أَرِنِىۡ أَنۡظُرۡ اِلَيۡكَ ط قَالَ لَنۡ تَرٰنِىۡ وَلٰكِنِ انۡظُرۡ اِلَى الۡجَبَلِ فَاِنِ اسۡتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوۡفَ تَرٰنِىۡ ج فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوۡسٰى صَعِقًا...

"মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলো আর তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন সে বলল, হে আমার রব, আমি তোমাকে দেখতে চাই। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতপর তার রব যখন পাহাড়ের নিজ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল..." -সূরা আ'রাফ, ৭/১৪৩

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর জ্যোতি পাহাড়ে ফেললেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তাহলে এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে পাহাড় যদি আল্লাহ্'র জ্যোতিকে ধারণ করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে একটি গাছ কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালাকে ধারণ করল? পাহাড় থেকে একটি গাছ নিশ্চয়ই অনেক দূর্বল। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, মুসা عليه السلام কে যে আল্লাহ্ ডানদিকের গাছ থেকে ডাক দিয়েছেন সেই গাছের ভিতর আল্লাহ্ ছিলেন না। বরং আল্লাহ্'র অবস্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"রহমান আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

প্রশ্ন (১০) ঃ

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرْشُ اللهِ.

"মু'মিনের অন্তর হলো আল্লাহ্'র আরশ।" -আল-হাদিস

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে অবস্থান করছেন।

উত্তর ঃ

এই হাদিসটি জাল। তাই এই হাদিসটি দালিলের জন্য অযোগ্য। তাছাড়া সহীহ্ হাদিস বলছে উবাদা ইবনুস স্বমিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত,

وَالْفِرْدَوْسُ اَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْاَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ...

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন... ফিরদাউস হচ্ছে সবচাইতে উঁচুস্তরের জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই আল্লাহ্ সুহানাহু ওয়াতালার আরশ অবস্থিত। **-তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৬, জান্নাতের বিবরণ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, জান্নাতের স্তর সমূহের বিবরণ, হাদিস # আরবি রিয়াদ ২৫৩১।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় আরশের নীচেই জান্নাতুল ফিরদাউস অবস্থিত। এখন যদি মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্'র আরশ হয়, তাহলে কি মু'মিনের অন্তরের নীচে জান্নাতুল ফিরদাউস অবস্থান করছে! নিশ্চয়ই এই ধরণের জাহেলের মতো আপনারা কথা বলবেন না? মূলতঃ আল্লাহ্'র অবস্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"রহমান (আল্লাহ্) আরশের উপর অবস্থান করছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

প্রশ্ন (১১) ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন, وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ

"আল্লাহ্ আকাশ এবং পৃথিবীতে রয়েছেন।" -সূরা আন'আম, ৬/৩

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান।

উত্তর ঃ

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, প্রশ্নকারী পুরো আয়াতটি উল্লেখ করেননি। আয়াতের বাকী অংশ হচ্ছে- ...يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ.

"...তোমাদের গোপন বিষয়াদি আর তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ্) জানেন আর তিনিই জানেন যা তোমরা উপার্জন কর।" -সূরা আন'আম, ৬/৩

আয়াতের বাকী অংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন সবকিছু জানার মাধ্যমে। যেখানে আল্লাহ্ পৃথিবীতে অবস্থান করার কথাটি বলেছেন তার পূর্বে বা তারপরেই আল্লাহ্ দেখেন বা শুনেন এই ধরণের কথা উল্লেখ থাকে। যা থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ দেখা বা শুনার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু যখনি আল্লাহ্ তাঁর স্বশরীরে অবস্থান বুঝিয়েছেন তারপরে দেখা বা শুনার কথা উল্লেখ করেননি। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

"রহমান আরশের উপর রয়েছেন।" -সূরা ত্বহা, ২০/৫

অতএব, বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান নন।

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- **আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?**
- **কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম**
- **একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে**
- **রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান**
- **সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?**

লেখকের পরবর্তী বইসমূহ

- **কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে দাজ্জালের পরিচয়**

- জ্বীনের আসর, যাদুটোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার উপায়
- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- বিদ'আহ্ কি ও তার হুকুম
- কুরআন ও হাদিস দু'টোই কি ওয়াহী? কুরআন কি বলে
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বদীর
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাওবাহ্'র বিধান
- কুরআন পড়ার ফযিলত
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি নূরের তৈরী না'কি মাটির?

কোন মুসলিম যদি প্রকাশিত বইগুলো
কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া
বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন
তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে
যোগাযোগ করুন-

০১৬৮০৩৪১১১০
০১৬৭৪৫১৯২৪৯
০১৬৮১৫৭৯৮৯৮